ষোড়শ অধ্যায়

বন্দীদের দ্বারা পৃথু মহারাজের স্তুতি

শ্লোক ১

মৈত্রেয় উবাচ

ইতি ব্রুবাণং নৃপতিং গায়কা মুনিচোদিতাঃ ।
তুষ্টুবুস্তুষ্টমনসস্তদ্বাগমৃতসেবয়া ॥ ১ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **ব্রুবাণম্**—বলে; **নৃপতিম্**—রাজা; **গায়কাঃ**—বন্দীদের; **মুনিঃ**—ঋষিদের দ্বারা; **চোদিতাঃ**—আদিষ্ট হয়ে; **তুষ্টুবুঃ**—প্রশংসিত, সন্তুষ্ট; **তুষ্ট**—প্রসন্ন হয়ে; **মনসঃ**—মনে; **তৎ**—তাঁর; **বাক্**—বাণী; **অমৃত**—অমৃতময়; **সেবয়া**—শ্রবণের দ্বারা।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বলতে লাগলেন—পৃথু মহারাজ যখন এইভাবে বললেন, তখন তাঁর বিনয়পূর্ণ অমৃতময় বাণী গায়কদের অত্যন্ত প্রসন্নতা বিধান করেছিল। তখন তাঁরা মুনিদের প্রেরণাক্রমে পুনরায় ভুরি ভুরি প্রশংসার দ্বারা রাজার বন্দনা করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

এখানে *মুনি-চোদিতাঃ* শব্দটি ইঙ্গিত করছে যে, মুনি ও ঋষিদের আদেশ প্রাপ্ত হয়ে পৃথু মহারাজ যদিও রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হয়েছিলেন এবং তখনও তিনি তাঁর ঐশ্বরিক ক্ষমতা প্রদর্শন করেননি, তবুও সূত, মাগধ ও বন্দীরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি হচ্ছেন ভগবানের অবতার। মহান ঋষি এবং বিজ্ঞ ব্রাহ্মণদের উপদেশে তাঁরা সেই কথা বুঝতে পেরেছিলেন। মহাজনদের উপদেশ অনুসারে আমাদের ভগবানের অবতারদের চিনতে হবে। আমাদের মনগড়া জল্পনা-কল্পনার দ্বারা আমরা কখনও ভগবান সৃষ্টি করতে পারি না। যে-সম্বন্ধে শ্রীল নরোত্তম

দাস ঠাকুর বলেছেন, *সাধু-শাস্ত্র-গুরু*—সমস্ত পারমার্থিক বিষয় সাধু, শাস্ত্র এবং গুরুর মাধ্যমে পরীক্ষা করতে হয়। গুরু হচ্ছেন তিনি, যিনি তাঁর পূর্ববর্তী সাধুদের নির্দেশ অনুসরণ করেন। সদ্‌গুরু কখনও প্রামাণিক শাস্ত্র-বহির্ভূত কোন কিছুর উল্লেখ করেন না। সাধু, শাস্ত্র এবং গুরুর নির্দেশ অনুসরণ করা মানুষের অবশ্য কর্তব্য। শাস্ত্রের বাণী এবং যথার্থ সাধু ও গুরুর বাণীর মধ্যে কখনও কোন রকম পার্থক্য থাকে না।

সূত, মাগধ আদি গায়কেরা গুহ্য জ্ঞানের দ্বারা অবগত ছিলেন যে, পৃথু মহারাজ হচ্ছেন ভগবানের অবতার। তাঁর ঐশ্বরিক গুণাবলী তখনও প্রদর্শন না করার ফলে, পৃথু মহারাজ যদিও সেই সমস্ত স্তবস্তুতি গ্রহণে অস্বীকার করেছিলেন, তবুও বন্দীরা তাঁর বন্দনা থেকে বিরত হননি। অধিকন্তু, তাঁরা পৃথু মহারাজের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন, যিনি প্রকৃতপক্ষে ভগবানের অবতার হওয়া সত্ত্বেও, ভক্তদের প্রতি আচরণে এত বিনম্র ও আনন্দময় ছিলেন। এই সূত্রে আমরা স্মরণ করতে পারি যে, পূর্ববর্তী শ্লোকে (৪/১৫/২১) উল্লেখ করা হয়েছে, গায়কদের সঙ্গে কথা বলার সময় পৃথু মহারাজ হাসছিলেন এবং অত্যন্ত প্রসন্ন ছিলেন। এইভাবে ভগবান এবং তাঁর অবতারের কাছ থেকে আমরা বিনম্র ও স্নিগ্ধ হওয়ার শিক্ষা লাভ করি। পৃথু মহারাজের আচরণ গায়কদের কাছে অত্যন্ত আনন্দদায়ক ছিল, এবং তার ফলে তাঁরা তাঁর মহিমা কীর্তন করেছিলেন এবং মুনি, ঋষি ও সাধুদের বর্ণনা অনুসারে, পৃথু মহারাজের ভবিষ্যৎ কার্যকলাপ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

শ্লোক ২

নালং বয়ং তে মহিমানুবর্ণনে
যো দেববর্যোঽবততার মায়য়া ।
বেণাঙ্গজাতস্য চ পৌরুষাণি তে
বাচস্পতীনামপি বভ্রমুর্ধিয়ঃ ॥ ২ ॥

ন অলম্—অসমর্থ; **বয়ম্**—আমরা; **তে**—আপনার; **মহিম**—মহিমা; **অনুবর্ণনে**—বর্ণনা করতে; **যঃ**—যিনি; **দেব**—পরমেশ্বর ভগবান; **বর্যঃ**—শ্রেষ্ঠ; **অবততার**—অবতরণ করেছেন; **মায়য়া**—তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে অথবা অহৈতুকী কৃপার বশে; **বেণ-অঙ্গ**—রাজা বেণের শরীর থেকে; **জাতস্য**—জাত; **চ**—এবং;

পৌরুষাণি—মহিমান্বিত কার্যকলাপ; **তে**—আপনার; **বাচঃ-পতীনাম্**—মহান বক্তাদের; **অপি**—যদিও; **বভ্রমুঃ**—বিভ্রান্ত হয়েছে; **ধিয়ঃ**—মন।

অনুবাদ

গায়কেরা বললেন—হে রাজন্! আপনি সাক্ষাৎ ভগবান বিষ্ণুর অবতার, এবং তাঁরই অহৈতুকী কৃপায় আপনি এই পৃথিবীতে অবতরণ করেছেন। অতএব, আপনার মহিমান্বিত কার্যকলাপের যথাযথভাবে গুণগান করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। যদিও আপনি রাজা বেণের শরীর থেকে আবির্ভূত হয়েছেন, তবুও ব্রহ্মা আদি দেবতাদের মতো মহান বক্তাদের পক্ষেও আপনার মহিমান্বিত কার্যকলাপের সঠিক বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *মায়য়া* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'আপনার অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে'। মায়াবাদীরা বলে যে, *মায়া* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'মোহ' বা 'মিথ্যা'। কিন্তু *মায়া* শব্দটির আর একটি অর্থ হচ্ছে 'অহৈতুকী কৃপা'। মায়া দুই প্রকার—যোগমায়া এবং মহামায়া। মহামায়া হচ্ছে যোগমায়ার বিস্তার, এবং এই দুই মায়াই ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির অভিব্যক্তি। যে-সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে, ভগবান তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির মাধ্যমে *(আত্ম-মায়য়া)* আবির্ভূত হন। তাই মায়াবাদীদের যে মতবাদ ভগবান অবতরণ করেন বহিরঙ্গা শক্তি বা জড়া প্রকৃতি প্রদত্ত শরীরে, সেই ভ্রান্ত মতবাদ পরিত্যাগ করা উচিত। ভগবান এবং তাঁর অবতারেরা সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র, এবং তাঁরা যে-কোন স্থানেও যে-কোন সময়ে, অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে আবির্ভূত হতে পারেন। পৃথু মহারাজ যদিও বেণ রাজার মৃত শরীর থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তবুও তিনি ছিলেন ভগবানের অবতার, এবং তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে। ভগবান যে-কোন পরিবারে আবির্ভূত হতে পারেন। কখনও কখনও তিনি মৎস্যরূপে অথবা বরাহ রূপে অবতরণ করেন। অতএব তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা যে-কোন স্থানে ও যে-কোন সময়ে আবির্ভূত হওয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা ভগবানের রয়েছে। বলা হয় যে, ভগবানের অবতার অনন্তদেব অনন্ত মুখে অনন্তকাল ধরে ভগবানের মহিমা কীর্তন করেও, তাঁর অন্ত খুঁজে পান না। অতএব ব্রহ্মা, শিব আদি দেবতাদের আর কি কথা? বলা হয় যে, ভগবান হচ্ছেন *শিব-বিরিঞ্চি-নুতম্*—তিনি শিব, ব্রহ্মা আদি দেবতাদেরও সর্বদা পূজ্য। দেবতারাই যদি ভগবানের মহিমা কীর্তন করার উপযুক্ত ভাষা খুঁজে না

পান, তা হলে অন্যদের আর কি কথা? তার ফলে সূত, মাগধ আদি গায়কেরা পৃথু মহারাজের মহিমা যথাযথভাবে কীর্তন করতে নিজেদের অক্ষম বলে মনে করেছিলেন।

উত্তম শ্লোকের দ্বারা ভগবানের মহিমা কীর্তন করার ফলে, মানুষ পবিত্র হয়। যদিও আমরা যথাযথভাবে ভগবানের মহিমা কীর্তনে অক্ষম, তবুও আমাদের কর্তব্য হচ্ছে নিজেদের পবিত্র করার জন্য সেই চেষ্টা করা। এমন নয় যে, যেহেতু ব্রহ্মা, শিব আদি দেবতারা যথাযথভাবে ভগবানের মহিমা কীর্তনে অক্ষম, তাই ভগবানের মহিমা কীর্তন বন্ধ করে দিতে হবে। পক্ষান্তরে প্রহ্লাদ মহারাজের বর্ণনা অনুসারে, সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে তাদের নিজেদের ক্ষমতা অনুসারে ভগবানের মহিমা কীর্তন করা। আমরা যদি ভগবানের ঐকান্তিক ভক্ত হই, তা হলে ভগবান আমাদের বুদ্ধি দেবেন, যার দ্বারা আমরা যথাযথভাবে তাঁর মহিমা কীর্তন করতে পারব।

শ্লোক ৩

অথাপ্যুদারশ্রবসঃ পৃথোর্হরেঃ
কলাবতারস্য কথামৃতাদৃতাঃ ।
যথোপদেশং মুনিভিঃ প্রচোদিতাঃ ।
শ্লাঘ্যানি কর্মাণি বয়ং বিতন্মহি ॥ ৩ ॥

অথ-অপি—তা সত্ত্বেও; **উদার**—উদার; **শ্রবসঃ**—যাঁর যশ; **পৃথোঃ**—পৃথু মহারাজের; **হরেঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **কলা**—অংশের অংশ; **অবতারস্য**—অবতারের; **কথা**—বাণী; **অমৃত**—অমৃতময়; **আদৃতাঃ**—সাদরে; **যথা**—অনুসারে; **উপদেশম্**—উপদেশ; **মুনিভিঃ**—মহান ঋষিদের দ্বারা; **প্রচোদিতাঃ**—অনুপ্রাণিত হয়ে; **শ্লাঘ্যানি**—প্রশংসনীয়; **কর্মাণি**—কার্যকলাপ; **বয়ম্**—আমরা; **বিতন্মহি**—কীর্তন করার চেষ্টা করব।

অনুবাদ

যদিও যথাযথভাবে আপনার মহিমা কীর্তন করার ক্ষমতা আমাদের নেই, তবুও আপনার মহিমা কীর্তন করার দিব্য স্বাদ আমরা পেয়েছি। মুনিঋষি মহাজনদের কাছ থেকে যে-উপদেশ আমরা প্রাপ্ত হয়েছি, সেই অনুসারে আমরা আপনার মহিমা কীর্তন করার চেষ্টা করব। কিন্তু যে বর্ণনাই আমরা করি, তা সর্বদা নিতান্ত অপর্যাপ্ত এবং নগণ্য। হে রাজা! যেহেতু আপনি ভগবানের সাক্ষাৎ অবতার, তাই আপনার সমস্ত কার্যকলাপ অত্যন্ত উদার এবং প্রশংসনীয়।

তাৎপর্য

মানুষ যতই দক্ষ হোক না কেন, সে কখনই পর্যাপ্তরূপে ভগবানের মহিমা কীর্তন করতে পারে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও যাঁরা ভগবানের মহিমা কীর্তনে রত, তাঁদের যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। সেই চেষ্টা ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর অনুগামীদের সর্বত্র ভগবানের বাণী প্রচার করার উপদেশ দিয়েছেন। যেহেতু সেই বাণী হচ্ছে মূলত *ভগবদ্গীতা,* তাই প্রচারকদের কর্তব্য হচ্ছে গুরু-পরম্পরা-ধারায় মহান মুনিঋষিরা যেভাবে *ভগবদ্গীতা* বিশ্লেষণ করে গেছেন, সেই অনুসারে তা অধ্যয়ন করা। সাধু, গুরু এবং শাস্ত্রের অনুগত হয়ে, পূর্বতন আচার্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, জনসাধারণের কাছে ভগবৎতত্ত্বজ্ঞান প্রচার করা উচিত। এই অত্যন্ত সরল পন্থায় ভগবানের মহিমা কীর্তন করা যায়। ভগবদ্ভক্তি হচ্ছে পারমার্থিক উন্নতি সাধনের প্রকৃত পন্থা, কারণ ভগবদ্ভক্তির দ্বারা অল্প কয়েকটি শব্দের মাধ্যমেই ভগবানকে সন্তুষ্ট করা যায়। ভক্তি ব্যতীত শত-শত গ্রন্থ লিখেও ভগবানকে প্রসন্ন করা যায় না। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচারকেরা যদি ভগবানের মহিমা কীর্তন করতে সক্ষম নাও হয়, তবুও তাঁরা সর্বত্র গিয়ে মানুষদের হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে অনুরোধ করতে পারে।

শ্লোক ৪

এষ ধর্মভৃতাং শ্রেষ্ঠো লোকং ধর্মেঽনুবর্তয়ন্ ।
গোপ্তা চ ধর্মসেতূনাং শাস্তা তৎপরিপন্থিনাম্ ॥ ৪ ॥

এষঃ—এই পৃথু মহারাজ; **ধর্ম-ভৃতাম্**—ধর্ম অনুষ্ঠানকারীদের; **শ্রেষ্ঠঃ**—সর্বোত্তম; **লোকম্**—সারা জগতে; **ধর্মে**—ধর্মীয় কার্যকলাপে; **অনুবর্তয়ন্**—যথাযথভাবে তাদের যুক্ত করে; **গোপ্তা**—রক্ষক; **চ**—ও; **ধর্ম-সেতূনাম্**—ধর্মনীতির; **শাস্তা**—দণ্ডদাতা; **তৎ-পরিপন্থিনাম্**—ধর্ম-বিরোধীদের।

অনুবাদ

এই পৃথু মহারাজ ধর্ম পালনকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তিনি সকলকে ধর্মে প্রবৃত্ত করবেন এবং ধর্মকে রক্ষা করবেন। ধর্ম-বিরোধীদের এবং নাস্তিকদের কাছে তিনি হবেন মহান দণ্ডদাতা।

তাৎপর্য

রাজা অথবা রাষ্ট্রপ্রধানদের কর্তব্য এই শ্লোকে খুব সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। রাষ্ট্রপ্রধানের কর্তব্য হচ্ছে মানুষ নিষ্ঠাসহকারে ধার্মিক জীবন যাপন করছে কি না তা দেখা। নাস্তিকদের দণ্ড দেওয়ার ব্যাপারে রাজাকে অত্যন্ত কঠোর হওয়া উচিত। অর্থাৎ, নাস্তিক অথবা ভগবৎ-বিহীন সরকারকে প্রশ্রয় দেওয়া রাজা অথবা রাষ্ট্রপ্রধানের কখনই উচিত নয়। সরকার ভাল কি না সেটিই হচ্ছে তার পরীক্ষা। ধর্মনিরপেক্ষ সরকারের নামে, রাজা বা রাষ্ট্রপ্রধান নিরপেক্ষ থেকে মানুষদের সবরকম অধার্মিক আচরণে প্রবৃত্ত হতে দেয়। সেই প্রকার রাষ্ট্রে, সর্ব প্রকার অর্থনৈতিক উন্নতি সত্ত্বেও, মানুষ সুখী হয় না। এই কলিযুগে কোন পুণ্যবান রাজা নেই। তার পরিবর্তে চোর-বাটপারেরা ভোটের বলে রাষ্ট্রপ্রধানরূপে নির্বাচিত হয়। তাদের দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্রে, ধর্ম এবং ভগবৎ চেতনা-বিহীন হয়ে, মানুষ কিভাবে সুখী হতে পারে? এই সমস্ত দুরাচারীরা তাদের ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য জনসাধারণের কাছ থেকে কর আদায় করে। *শ্রীমদ্ভাগবতের* বর্ণনা অনুসারে, ভবিষ্যতে মানুষ তাদের দ্বারা এত উৎপীড়িত হবে যে, তারা বাড়িঘর ছেড়ে বনে পালিয়ে যাবে। কিন্তু, কলিযুগে, কৃষ্ণভক্তরা যদি গণতান্ত্রিক সরকার দখল করতে পারে, তা হলে সাধারণ মানুষ অত্যন্ত সুখী হবে।

শ্লোক ৫

এষ বৈ লোকপালানাং বিভর্ত্যেকস্তনৌ তনূঃ ।
কালে কালে যথাভাগং লোকয়োরুভয়োর্হিতম্ ॥ ৫ ॥

এষঃ—এই রাজা; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **লোক-পালানাম্**—সমস্ত দেবতাদের; **বিভর্তি**—ধারণ করেন; **একঃ**—একলা; **তনৌ**—তাঁর দেহে; **তনূঃ**—দেহে; **কালে কালে**—যথাসময়; **যথা**—অনুসারে; **ভাগম্**—উপযুক্ত ভাগ; **লোকয়োঃ**—লোকের; **উভয়োঃ**—উভয়; **হিতম্**—কল্যাণ।

অনুবাদ

এই রাজা, যথাসময়ে, সমস্ত জীবেদের পালন করার জন্য এবং সুন্দর অবস্থায় রাখার জন্য বিভিন্ন প্রকার বিভাগীয় কার্য সম্পাদন করতে নিজেকে বিভিন্ন দেবতারূপে প্রকাশ করবেন। এইভাবে তিনি প্রজাদের বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে

অনুপ্রাণিত করে স্বর্গলোক পালন করবেন। যথাসময়ে তিনি উপযুক্ত বারি বর্ষণের দ্বারা এই ভূর্লোক পালন করবেন।

তাৎপর্য

এই পৃথিবীর বিভিন্ন বিভাগীয় কার্যকলাপের অধ্যক্ষ দেবতারা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের সহায়ক মাত্র। ভগবানের অবতার যখন এই জগতে অবতরণ করেন, তখন সূর্য, চন্দ্র, ইন্দ্র আদি সমস্ত দেবতারাও তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। তার ফলে বিভিন্ন দেবতাদেরও কর্তব্য সম্পাদন করতে ভগবানের অবতার তাঁদের সাহায্য করেন। পৃথিবীর পালন নির্ভর করে বৃষ্টির উপর। *ভগবদ্গীতায়* এবং অন্যান্য শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে যে, বৃষ্টির অধ্যক্ষ দেবতাদের প্রসন্নতা বিধানের জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা হয়।

অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ ।
যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ ॥

"সমস্ত প্রাণীরা অন্ন আহার করে জীবন ধারণ করে। বৃষ্টি হওয়ার ফলে অন্ন উৎপন্ন হয়। যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে বৃষ্টি হয়, এবং শাস্ত্রোক্ত কর্ম থেকে যজ্ঞের উদ্ভব হয়।" (*ভগবদ্গীতা* ৩/১৪)

তাই, যথাযথভাবে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা কর্তব্য। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মহারাজ পৃথু একা সমস্ত নাগরিকদের যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে অনুপ্রাণিত করবেন, যাতে তাদের কোন প্রকার অভাব অথবা দুঃখ-দুর্দশা না থাকে। কিন্তু এই কলিযুগে, তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে সরকারের কার্যকরী শাখার অধ্যক্ষ তথাকথিত রাজা এবং রাষ্ট্রপতিরা হচ্ছে এক-একটি মূর্খ ও দুরাচারী, এবং তারা প্রকৃতির কারণতত্ত্বের জটিলতা এবং যজ্ঞ অনুষ্ঠানের তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছুই জানে না। এই সমস্ত মহামূর্খেরা কেবল বিবিধ পরিকল্পনা করে, যা কখনও সফল হয় না, এবং তার ফলে মানুষ নানা দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে। সেই অবস্থার প্রতিকারের জন্য শাস্ত্রে উপদেশ দেওয়া হয়েছে—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

রাষ্ট্রের এই দুর্দশাগ্রস্ত পরিস্থিতির প্রতিকারের জন্য জনসাধারণকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে, এই মহামন্ত্র কীর্তন করার জন্য।

শ্লোক ৬

বসু কাল উপাদত্তে কালে চায়ং বিমুঞ্চতি ।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু প্রতপন্ সূর্যবদ্বিভুঃ ॥ ৬ ॥

বসু—ধনসম্পদ; **কালে**—যথাসময়ে; **উপাদত্তে**—আদায় করতে; **কালে**—যথা সময়; **চ**—ও; **অয়ম্**—এই পৃথু মহারাজ; **বিমুঞ্চতি**—ফিরিয়ে দেবেন; **সমঃ**—সমান; **সর্বেষু**—সমস্ত; **ভূতেষু**—জীবেদের; **প্রতপন্**—প্রদীপ্ত; **সূর্য-বৎ**—সূর্যের মতো; **বিভুঃ**—শক্তিমান।

অনুবাদ

এই পৃথু মহারাজ সূর্যের মতো শক্তিশালী হবেন, এবং সূর্যদেব যেমন সকলকে সমানভাবে তাঁর কিরণ বিতরণ করেন, মহারাজ পৃথুও সমানভাবে সকলের প্রতি তাঁর করুণা বিতরণ করবেন। সূর্য যেমন বছরের মধ্যে আট মাস ধরে জল বাষ্পে পরিণত করে, বর্ষাকালে প্রচুরভাবে তা ফিরিয়ে দেয়, ঠিক তেমনই মহারাজ পৃথুও নাগরিকদের কাছ থেকে কর আদায় করে, প্রয়োজনের সময় তাদের তা ফিরিয়ে দেবেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে কর আদায় করার বিধি অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কর আদায়ের উদ্দেশ্য তথাকথিত প্রশাসনিক অধ্যক্ষদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য নয়। প্রয়োজনের সময়, দুর্ভিক্ষ, বন্যা আদি জরুরী অবস্থায়, সেই সংগৃহীত রাজস্ব প্রজাদের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়া উচিত। এই আয় কখনও সরকারি কর্মচারীদের মোটা বেতন এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদানে বণ্টন করা উচিত নয়। কিন্তু কলিযুগে নাগরিকদের অবস্থা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, কারণ নানাভাবে কর আদায় করে, সেই সম্পদ প্রশাসকদের ব্যক্তিগত সুবিধায় ব্যয় করা হয়।

এই শ্লোকে সূর্যের দৃষ্টান্তটি খুব সুন্দর। সূর্য পৃথিবী থেকে কোটি কোটি মাইল দূরে, এবং সূর্য যদিও পৃথিবীকে স্পর্শ করে না, তবুও তা সাগর এবং মহাসাগর আদি জলাশয় থেকে জল সংগ্রহ করে, এবং বর্ষার সময় সেই জল বিতরণ করে জমিকে উর্বর করে। একজন আদর্শ রাজারূপে পৃথু মহারাজ রাষ্ট্রের সর্বত্র, প্রতিটি নগরে ও গ্রামে সূর্যের মতো সেই কার্য সম্পাদন করবেন।

শ্লোক ৭

তিতিক্ষত্যক্রমং বৈণ্য উপর্যাক্রমতামপি ।
ভূতানাং করুণঃ শশ্বদার্তানাং ক্ষিতিবৃত্তিমান্ ॥ ৭ ॥

তিতিক্ষতি—সহ্য করে; **অক্রমম্**—অপরাধ; **বৈণ্যঃ**—রাজা বেণের পুত্র; **উপরি**—তাঁর মাথায়; **আক্রমতাম্**—পদার্পণকারী; **অপি**—ও; **ভূতানাম্**—সমস্ত জীবেদের; **করুণঃ**—অত্যন্ত দয়ালু; **শশ্বৎ**—সর্বদা; **আর্তানাম্**—আর্তদের; **ক্ষিতি-বৃত্তি-মান্**—পৃথিবীর স্বভাব-বিশিষ্ট।

অনুবাদ

এই পৃথু মহারাজ সমস্ত নাগরিকদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু হবেন। কোন আর্ত ব্যক্তি যদি বিধি-বিধান অবহেলা করে রাজার মস্তকে পদার্পণও করে, তা হলেও তিনি তাঁর অহৈতুকী কৃপার বশে, কিছু মনে না করে তাকে ক্ষমা করবেন। পৃথিবীর পালকরূপে তিনি পৃথিবীরই মতো সহনশীল হবেন।

তাৎপর্য

এখানে মহারাজ পৃথুর সহনশীলতার তুলনা পৃথিবীর সঙ্গে করা হয়েছে। মানুষ এবং পশুর দ্বারা সর্বদা পদদলিত হলেও, পৃথিবী ফলমূল ও শস্য উৎপাদন করে তাদের আহার প্রদান করেন। একজন আদর্শ রাজারূপে পৃথু মহারাজের তুলনা পৃথিবীর সঙ্গে করা হয়েছে, কারণ কোন কোন নাগরিক রাষ্ট্রের আইন ও শৃঙ্খলা লঙ্ঘন করলেও, তিনি তা সহ্য করবেন এবং তাদের আহার প্রদান করে পালন করবেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, রাজার কর্তব্য হচ্ছে, নিজের অসুবিধা হলেও প্রজাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান করা। কিন্তু কলিযুগের অবস্থা সেই রকম নয়, কারণ কলিযুগে রাজা এবং রাষ্ট্রপ্রধানেরা প্রজাদের কাছ থেকে কর আদায় করে, তাদের নিজেদের জীবন উপভোগ করার জন্য। এই প্রকার অন্যায়ভাবে কর সংগ্রহের ফলে, লোকেরা অসৎ হয়ে যায়, এবং তারা নানাভাবে তাদের আয় লুকাবার চেষ্টা করে। অবশেষে রাষ্ট্র আর কর সংগ্রহ করতে পারবে না এবং তার ফলে তাদের বিশাল সামরিক এবং প্রশাসনিক ব্যয়ভার বহন করতে পারবে না। তখন সব কিছু ধ্বসে পড়বে এবং সারা রাষ্ট্র জুড়ে এক প্রবল সঙ্কট ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে।

শ্লোক ৮

দেবেঽবর্ষত্যসৌ দেবো নরদেববপুর্হরিঃ ।
কৃচ্ছ্রপ্রাণাঃ প্রজা হ্যেষ রক্ষিষ্যত্যঞ্জসেন্দ্রবৎ ॥ ৮ ॥

দেবে—দেবতা (ইন্দ্র) যখন; **অবর্ষতি**—বর্ষণ করেন না; **অসৌ**—সেই; **দেবঃ**—মহারাজ পৃথু; **নর-দেব**—রাজার; **বপুঃ**—দেহধারী; **হরিঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **কৃচ্ছ্র-প্রাণাঃ**—দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত জীব; **প্রজাঃ**—নাগরিকগণ; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **এষঃ**—এই; **রক্ষিষ্যতি**—রক্ষা করবে; **অঞ্জসা**—অনায়াসে; **ইন্দ্র-বৎ**—দেবরাজ ইন্দ্রের মতো।

অনুবাদ

যখন বৃষ্টি হবে না এবং জলের অভাবে প্রজাদের ভীষণ কষ্ট হবে, তখন ভগবানের অংশসম্ভূত এই রাজা নিজেই ইন্দ্রের মতো বারি বর্ষণ করবেন। এইভাবে তিনি অনায়াসে অনাবৃষ্টি থেকে প্রজাদের রক্ষা করবেন।

তাৎপর্য

পৃথু মহারাজকে যে সূর্য এবং ইন্দ্রদেবের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে তা অত্যন্ত উপযুক্ত। দেবরাজ ইন্দ্রের উপর পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহলোকে জল বিতরণ করার দায়িত্ব রয়েছে। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ইন্দ্র যদি যথাযথভাবে তাঁর কর্তব্য সম্পাদনে অক্ষম হন, তা হলে পৃথু মহারাজ স্বয়ং বারি বর্ষণের ব্যবস্থা করবেন। পৃথিবীর মানুষেরা যদি দেবরাজ ইন্দ্রের প্রসন্নতা বিধানের জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান না করে, তা হলে কখনও কখনও তিনি তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হন। কিন্তু ভগবানের অবতার পৃথু মহারাজ স্বর্গের রাজার করুণার প্রতি নির্ভর করেননি। এখানে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, যদি বৃষ্টির অভাব হয়, তা হলে পৃথু মহারাজ তাঁর ঐশ্বরিক শক্তির প্রভাবে সেই অভাব দূর করবেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন বৃন্দাবনে লীলা-বিলাস করছিলেন, তখন তিনিও এই প্রকার ক্ষমতা প্রদর্শন করেছিলেন। ইন্দ্র যখন সাত দিন ধরে বৃন্দাবনের উপর প্রবলভাবে বারি বর্ষণ করেছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের মাথার উপর একটি ছাতার মতো গিরিগোবর্ধন ধারণ করেছিলেন। তাই শ্রীকৃষ্ণের আর একটি নাম হচ্ছে গোবর্ধনধারী।

শ্লোক ৯

আপ্যায়য়ত্যসৌ লোকং বদনামৃতমূর্তিনা ।
সানুরাগাবলোকেন বিশদস্মিতচারুণা ॥ ৯ ॥

আপ্যায়য়তি—বর্ধন করে; **অসৌ**—তিনি; **লোকম্**—সারা জগতের; **বদন**—তাঁর মুখমণ্ডলের দ্বারা; **অমৃত-মূর্তিনা**—চন্দ্রের মতো; **স-অনুরাগ**—অনুরাগ সহকারে; **অবলোকেন**—দৃষ্টিপাতের দ্বারা; **বিশদ**—উজ্জ্বল; **স্মিত**—হাস্য; **চারুণা**—সুন্দর।

অনুবাদ

এই পৃথু মহারাজ তাঁর স্নেহসিক্ত দৃষ্টিপাতের দ্বারা এবং হাস্যোৎফুল্ল সুন্দর মুখচন্দ্রিমার দ্বারা সকলের আনন্দ বর্ধন করবেন।

শ্লোক ১০

অব্যক্তবর্ত্মৈষ নিগূঢ়কার্যো
গম্ভীরবেধা উপগুপ্তবিত্তঃ ।
অনন্তমাহাত্ম্যগুণৈকধামা
পৃথুঃ প্রচেতা ইব সংবৃতাত্মা ॥ ১০ ॥

অব্যক্ত—অপ্রকাশিত; **বর্ত্ম**—তাঁর নীতি; **এষঃ**—এই রাজা; **নিগূঢ়**—গুপ্ত; **কার্যঃ**—তাঁর কার্যকলাপ; **গম্ভীর**—গম্ভীর, গুপ্ত; **বেধাঃ**—সম্পন্ন করে; **উপগুপ্ত**—গোপন রাখা হয়েছে; **বিত্তঃ**—তাঁর কোষ; **অনন্ত**—অন্তহীন; **মাহাত্ম্য**—মহিমা; **গুণ**—গুণের; **এক-ধামা**—একমাত্র আধার; **পৃথুঃ**—পৃথু মহারাজ; **প্রচেতাঃ**—বরুণ, সমুদ্রের রাজা; **ইব**—মতো; **সংবৃত**—আচ্ছাদিত; **আত্মা**—স্বয়ং।

অনুবাদ

গায়কেরা বললেন—পৃথু মহারাজের অনুসৃত মার্গ কেউ বুঝতে পারবে না। তাঁর কার্যকলাপও অত্যন্ত গোপন থাকবে, এবং তিনি যে কিভাবে তাঁর সমস্ত কার্যকলাপ সাফল্যমণ্ডিত করবেন, তাও কারও পক্ষে বোঝা সম্ভব হবে না। তাঁর রাজকোষ সকলের অজ্ঞাত থাকবে। তিনি অন্তহীন মাহাত্ম্যসম্পন্ন হবেন এবং সমস্ত গুণের আধার হবেন। তাঁর পদ স্থায়ী এবং প্রচ্ছন্ন থাকবে, ঠিক যেমন সমুদ্রের দেবতা বরুণ সর্বদা জলের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকেন।

তাৎপর্য

সমস্ত ভৌতিক উপাদানের একজন করে অধিষ্ঠাতৃ দেবতা রয়েছেন। বরুণ বা প্রচেতা হচ্ছেন সাগরের দেবতা। বাইরে থেকে মনে হয় যে, সমুদ্রে কোন রকম

জীবন নেই, কিন্তু যিনি সমুদ্রের তত্ত্ব অবগত, তিনি জানেন যে, জলের ভিতর বিভিন্ন প্রকার জীবন রয়েছে। জলের দেবতা হচ্ছেন বরুণ। ঠিক যেমন কেউ বুঝতে পারে না সমুদ্রের নীচে কি হচ্ছে, তেমনই পৃথু মহারাজ যে-কিভাবে তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত করছিলেন, তা কেউই বুঝতে পারত না। পৃথু মহারাজের রাজনীতি যথার্থই ছিল অত্যন্ত গম্ভীর। তাঁর সমস্ত কার্যকলাপ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল, কারণ তিনি ছিলেন অন্তহীন গুণের ধাম।

এই শ্লোকে *উপগুপ্ত-বিত্তঃ* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পৃথু মহারাজ গোপনে কত ধন যে সঞ্চিত রেখেছিলেন তা কেউ জানত না। এই উক্তিটির উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, কেবল রাজাই নয়, প্রত্যেক ব্যক্তিরই তার কষ্টার্জিত ধন গোপনে সঞ্চিত রাখা উচিত, যাতে সৎ উদ্দেশ্যে যথাসময়ে তা ব্যবহার করা যায়। কলিযুগে রাজা অথবা সরকারের সুরক্ষিত কোষাগার নেই, এবং বিনিময়ের একমাত্র পন্থা হচ্ছে কাগজে ছাপানো নোট। তাই সঙ্কটের সময় সরকার নোট ছাপিয়ে অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে চায়, এবং তার ফলে মুদ্রাস্ফীতি হয় এবং জিনিসপত্রের দাম প্রচণ্ডভাবে বেড়ে যায়, এবং জনসাধারণকে চরম দুর্দশার সম্মুখীন হতে হয়। তাই, গোপনে ধনসম্পদ রাখার প্রথাটি অত্যন্ত প্রাচীন। পৃথু মহারাজের সময়ও এই প্রথা প্রচলিত ছিল। রাজার যেমন তাঁর রাজকোষ গোপন রাখার অধিকার রয়েছে, তেমনই মানুষের ব্যক্তিগত উপার্জনও গোপন রাখা উচিত। তার ফলে কোন দোষ হয় না। মূল কথা হচ্ছে যে, প্রতিটি ব্যক্তিকেই বর্ণাশ্রম ধর্মে শিক্ষিত হওয়া উচিত, যাতে সৎ উদ্দেশ্যেই কেবল অর্থ ব্যয় করা হয়।

শ্লোক ১১

দুরাসদো দুর্বিষহ আসন্নোঽপি বিদূরবৎ ।
নৈবাভিভবিতুং শক্যো বেণারণ্যুত্থিতোঽনলঃ ॥ ১১ ॥

দুরাসদঃ—অনভিগম্য; **দুর্বিষহঃ**—দুঃসহ; **আসন্নঃ**—সমীপবর্তী হয়ে; **অপি**—যদিও; **বিদূর-বৎ**—যেন বহু দূরে; **ন**—কখনই না; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অভিভবিতুম্**—পরাভূত করতে; **শক্যঃ**—সক্ষম; **বেণ**—রাজা বেণ; **অরণি**—অগ্নি উৎপাদনকারী কাষ্ঠ; **উত্থিতঃ**—উৎপন্ন; **অনলঃ**—অগ্নি।

অনুবাদ

অরণি কাষ্ঠ থেকে যেমন অগ্নি উৎপন্ন হয়, ঠিক তেমনই বেণ রাজার মৃত শরীর থেকে পৃথু মহারাজের জন্ম হয়েছিল। তাই পৃথু মহারাজ সর্বদাই অগ্নির মতো

অবস্থান করবেন, এবং তাঁর শত্রুরা তাঁর সমীপবর্তী হতে সক্ষম হবে না। তাঁর শত্রুদের কাছে তিনি দুঃসহ হবেন, কারণ তাঁর অতি নিকটে থাকলেও তারা তাঁর কাছে আসতে পারবে না। কেউই পৃথু মহারাজের শক্তিকে পরাভূত করতে পারবে না।

তাৎপর্য

অরণি হচ্ছে এক প্রকার কাষ্ঠ, যার ঘর্ষণের দ্বারা অগ্নি উৎপন্ন হয়। যজ্ঞ অনুষ্ঠানের সময় অরণি কাষ্ঠ থেকে অগ্নি প্রজ্বলিত হত। যদিও পৃথু মহারাজ তাঁর মৃত পিতা থেকে উৎপন্ন হয়েছিলেন, তবুও তিনি সর্বদা অগ্নির মতো থাকবেন। ঠিক যেমন আগুনের কাছে যাওয়া যায় না, তেমনই পৃথু মহারাজের শত্রুরা তাঁর অত্যন্ত নিকটে থাকা সত্ত্বেও তাঁর কাছে আসতে পারবে না।

শ্লোক ১২

অন্তর্বহিশ্চ ভূতানাং পশ্যন্ কর্মাণি চারণৈঃ ।
উদাসীন ইবাধ্যক্ষো বায়ুরাত্মেব দেহিনাম্ ॥ ১২ ॥

অন্তঃ—অন্তরে; **বহিঃ**—বাইরে; **চ**—এবং; **ভূতানাম্**—জীবদের; **পশ্যন্**—দেখে; **কর্মাণি**—কার্যকলাপ; **চারণৈঃ**—গুপ্তচরদের দ্বারা; **উদাসীন**—নিরপেক্ষ; **ইব**—সদৃশ; **অধ্যক্ষঃ**—সাক্ষী; **বায়ুঃ**—প্রাণবায়ু; **আত্মা**—প্রাণশক্তি; **ইব**—সদৃশ; **দেহিনাম্**—সমস্ত দেহধারী জীবের।

অনুবাদ

পৃথু মহারাজ তাঁর সমস্ত প্রজাদের আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক সমস্ত কার্যকলাপ দেখতে সমর্থ হবেন। তবুও তাঁর গুপ্তচর ব্যবস্থা কেউই জানতে পারবে না। দেহাভ্যন্তরস্থ প্রাণবায়ু যেমন বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণভাবে কার্যকলাপ করা সত্ত্বেও সর্ব বিষয়ে সর্বদা নিরপেক্ষ থাকে, পৃথু মহারাজও তেমন প্রশংসা এবং নিন্দায় উদাসীন থাকবেন।

শ্লোক ১৩

নাদণ্ড্যং দণ্ডয়ত্যেষ সুতমাত্মদ্বিষামপি ।
দণ্ডয়ত্যাত্মজমপি দণ্ড্যং ধর্মপথে স্থিতঃ ॥ ১৩ ॥

ন—না; **অদণ্ড্যম্**—অদণ্ডনীয়; **দণ্ডয়তি**—দণ্ডদান করেন; **এষঃ**—এই রাজা; **সুতম্**—পুত্র; **আত্ম-দ্বিষাম্**—তাঁর শত্রুর; **অপি**—ও; **দণ্ডয়তি**—দণ্ডদান করেন; **আত্ম-জম্**—স্বীয় পুত্র; **অপি**—ও; **দণ্ড্যম্**—দণ্ডনীয়; **ধর্ম-পথে**—ধর্মের পথে; **স্থিতঃ**—অবস্থিত হয়ে।

অনুবাদ

যেহেতু রাজা সর্বদা ধর্মপথে থাকবেন, তাই তিনি তাঁর নিজের পুত্র এবং তাঁর শত্রুর পুত্র, উভয়ের প্রতি নিরপেক্ষ থাকবেন। শত্রুর পুত্র যদি অদণ্ডনীয় হয়, তা হলে তিনি তাকে দণ্ডদান করবেন না, কিন্তু তাঁর নিজের পুত্র যদি দণ্ডনীয় হয়, তা হলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাকে দণ্ড দেবেন।

তাৎপর্য

এই গুণগুলি হচ্ছে নিরপেক্ষ রাজার বৈশিষ্ট্য। রাজার কর্তব্য হচ্ছে অপরাধীকে দণ্ড দেওয়া এবং নির্দোষকে রক্ষা করা। পৃথু মহারাজ এতই নিরপেক্ষ ছিলেন যে, যদি তাঁর পুত্র দণ্ডনীয় হত, তা হলে তিনি তাকে দণ্ডদান করতে দ্বিধা করতেন না। পক্ষান্তরে যদি তাঁর শত্রুর পুত্র নির্দোষ হত, তা হলে তিনি তাকে দণ্ড দেওয়ার কোন রকম চেষ্টা করতেন না।

শ্লোক ১৪

অস্যাপ্রতিহতং চক্রং পৃথোরামানসাচলাৎ ।
বর্ততে ভগবানর্কো যাবত্তপতি গোগণৈঃ ॥ ১৪ ॥

অস্য—এই রাজার; **অপ্রতিহতম্**—অপ্রতিহত; **চক্রম্**—প্রভাবের পরিধি; **পৃথোঃ**—পৃথু মহারাজের; **আ-মানস-অচলাৎ**—মানস পর্বত পর্যন্ত; **বর্ততে**—বিরাজ করে; **ভগবান্**—সব চাইতে শক্তিশালী; **অর্কঃ**—সূর্যদেব; **যাবৎ**—ঠিক যেমন; **তপতি**—দীপ্ত হয়; **গো-গণৈঃ**—আলোক রশ্মির দ্বারা।

অনুবাদ

সূর্যদেব যেমন অপ্রতিহতভাবে তার উজ্জ্বল কিরণ মানসাচল পর্যন্ত বিস্তার করে, মহারাজ পৃথুর প্রভাবও তেমন যতদিন পর্যন্ত তিনি জীবিত থাকবেন, ততদিন পর্যন্ত মানসাচল পর্যন্ত বিস্তৃত থাকবে।

তাৎপর্য

মানসাচল সাধারণ মানুষের দৃষ্টির অগোচর হলেও, সূর্যের কিরণ সেখানেও অপ্রতিহতভাবে পৌঁছায়। সূর্যের কিরণ সারা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে বিস্তারে কেউ যেমন বাধা দিতে পারে না, তেমনই পৃথু মহারাজের রাজত্বকালে কেউই তাঁর প্রভাব প্রতিহত করতে পারেনি, এবং যতদিন পর্যন্ত তিনি বেঁচে থাকবেন, ততদিন পর্যন্ত তা অপ্রতিহত থাকবে। অর্থাৎ সূর্যকিরণকে যেমন সূর্যদেব থেকে পৃথক করা যায় না, তেমনই পৃথু মহারাজের শাসন-ক্ষমতা পৃথু মহারাজ থেকে পৃথক করা যায় না। অর্থাৎ সকলের উপর পৃথু মহারাজের শাসন অবিচলিতভাবে চলতে থাকবে। এইভাবে রাজার শাসন-ক্ষমতা রাজা থেকে পৃথক করা যায় না।

শ্লোক ১৫

রঞ্জয়িষ্যতি যল্লোকময়মাত্মবিচেষ্টিতৈঃ ।
অথামুমাহূ রাজানং মনোরঞ্জনকৈঃ প্রজাঃ ॥ ১৫ ॥

রঞ্জয়িষ্যতি—প্রসন্ন করবেন; **যৎ**—যেহেতু; **লোকম্**—সমগ্র জগৎ; **অয়ম্**—এই রাজা; **আত্ম**—নিজের; **বিচেষ্টিতৈঃ**—কার্যকলাপের দ্বারা; **অথ**—অতএব; **অমুম্**—তাঁকে; **আহূঃ**—বলা হয়; **রাজানম্**—রাজা; **মনঃ-রঞ্জনকৈঃ**—মনোরঞ্জনকারী; **প্রজাঃ**—প্রজা।

অনুবাদ

এই রাজা তাঁর ব্যবহারিক কার্যকলাপের দ্বারা সকলের মনোরঞ্জন করবেন, এবং তাঁর সমস্ত প্রজারা তাঁর প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট থাকবে। সেই কারণে নাগরিকেরা পরম প্রসন্নতা সহকারে তাঁকে তাদের শাসনকারী রাজারূপে বরণ করেছিল।

শ্লোক ১৬

দৃঢ়ব্রতঃ সত্যসন্ধো ব্রহ্মণ্যো বৃদ্ধসেবকঃ ।
শরণ্যঃ সর্বভূতানাং মানদো দীনবৎসলঃ ॥ ১৬ ॥

দৃঢ়-ব্রতঃ—দৃঢ়সংকল্প; **সত্য-সন্ধঃ**—সত্যপ্রতিজ্ঞ; **ব্রহ্মণ্যঃ**—ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির ভক্ত; **বৃদ্ধ-সেবকঃ**—বৃদ্ধদের সেবক; **শরণ্যঃ**—শরণাগত বৎসল; **সর্ব-ভূতানাম্**—সমস্ত জীবদের; **মান-দঃ**—সকলের সম্মানকারী; **দীন-বৎসলঃ**—দীন এবং অসহায় ব্যক্তিদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু।

অনুবাদ

এই রাজা দৃঢ়ব্রত এবং সর্বদা সত্যপ্রতিজ্ঞ হবেন। তিনি ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির অনুরাগী হবেন, বৃদ্ধদের সেবা করবেন এবং শরণাগতদের আশ্রয়দান করবেন। তিনি সকলকে সম্মান প্রদর্শন করবেন, এবং দীন ও অসহায় ব্যক্তিদের প্রতি সর্বদা কৃপা প্রদর্শন করবেন।

তাৎপর্য

বৃদ্ধ-সেবকঃ শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বৃদ্ধ দুই প্রকার—বয়োবৃদ্ধ এবং জ্ঞানবৃদ্ধ। এই সংস্কৃত শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, জ্ঞানের অগ্রগতিতে কেউ বৃদ্ধ হতে পারে। পৃথু মহারাজ সর্বদা ব্রাহ্মণদের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাপরায়ণ ছিলেন, এবং তিনি সর্বদা তাদের রক্ষা করতেন। তিনি বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিদেরও রক্ষা করতেন। রাজা যে-কার্য সম্পাদন করার সংকল্প করতেন, কেউই তাতে বাধা দিতে পারত না। তাই তাঁকে বলা হত *দৃঢ়সঙ্কল্প* বা *দৃঢ়ব্রত* ।

শ্লোক ১৭

মাতৃভক্তিঃ পরস্ত্রীষু পত্ন্যামর্ধ ইবাত্মনঃ ।
প্রজাসু পিতৃবৎস্নিগ্ধঃ কিঙ্করো ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥ ১৭ ॥

মাতৃ-ভক্তিঃ—মাতৃবৎ শ্রদ্ধা প্রদর্শনকারী; **পর-স্ত্রীষু**—অন্য রমণীদের; **পত্ন্যাম্**—তাঁর নিজের পত্নীকে; **অর্ধঃ**—অর্ধ; **ইব**—সদৃশ; **আত্মনঃ**—তাঁর দেহের; **প্রজাসু**—প্রজাদের; **পিতৃ-বৎ**—পিতার মতো; **স্নিগ্ধঃ**—স্নেহপরায়ণ; **কিঙ্করঃ**—সেবক; **ব্রহ্ম-বাদিনাম্**—ভগবানের মহিমা প্রচারকারীদের।

অনুবাদ

রাজা অন্য রমণীদের মাতৃবৎ শ্রদ্ধা করবেন, এবং তাঁর নিজের স্ত্রীকে তাঁর দেহের অর্ধ অঙ্গসদৃশ মনে করবেন। তিনি তাঁর প্রজাদের পুত্রবৎ স্নেহে পালন করবেন, এবং তিনি নিজেকে সর্বদা ভগবানের মহিমা প্রচারকারী ভক্তদের পরম আজ্ঞাকারী দাস বলে মনে করবেন।

তাৎপর্য

পণ্ডিত ব্যক্তি স্বীয় পত্নী ব্যতীত অন্য সমস্ত রমণীদের তাঁর মায়ের মতো দেখবেন, অন্যের ধনসম্পদ রাস্তার আবর্জনার মতো বলে মনে করবেন, এবং অন্য সকলকে নিজের মতো বলে মনে করে তাদের প্রতি আচরণ করবেন। চাণক্য পণ্ডিতের

বর্ণনা অনুসারে, এটি হচ্ছে পণ্ডিতের লক্ষণ। এটিই শিক্ষা-ব্যবস্থার মান হওয়া উচিত। শিক্ষার অর্থ কেবল পড়াশুনা করে একটি উপাধি লাভ করা নয়। সে যা শিখেছে তা ব্যক্তিগত জীবনে আচরণ করা উচিত। এই সমস্ত বিজ্ঞ লক্ষণগুলি মহারাজ পৃথুর ব্যক্তিগত জীবনে প্রকাশিত ছিল। যদিও তিনি ছিলেন একজন রাজা, তবুও তিনি নিজেকে ভগবদ্ভক্তদের একজন বিনীত সেবক বলে মনে করতেন। বৈদিক সদাচার অনুসারে, কোন ভক্ত যদি রাজার প্রাসাদে আসেন, তা হলে রাজা তৎক্ষণাৎ তাঁকে তাঁর নিজের আসন দান করেন। *ব্রহ্মবাদিনাম্* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। *ব্রহ্মবাদী* বলতে ভগবদ্ভক্তকে বোঝায়। *ব্রহ্মন্, পরমাত্মা* এবং *ভগবান* হচ্ছেন পরব্রহ্মের বিভিন্ন সংজ্ঞা, এবং পরমব্রহ্ম হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (১০/১২) অর্জুন স্বীকার করেছেন *(পরং ব্রহ্ম পরং ধাম)*। তাই *ব্রহ্মবাদিনাম্* শব্দটি ভগবদ্ভক্তকে ইঙ্গিত করে। রাষ্ট্রের কর্তব্য হচ্ছে সর্বদা ভগবদ্ভক্তদের সেবা করা, এবং আদর্শ রাষ্ট্রের কর্তব্য ভগবদ্ভক্তের নির্দেশ অনুসারে রাষ্ট্র পরিচালনা করা। যেহেতু পৃথু মহারাজ এই পন্থা অনুসরণ করেছিলেন, তাই তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে।

শ্লোক ১৮

দেহিনামাত্মবৎপ্রেষ্ঠঃ সুহৃদাং নন্দিবর্ধনঃ ।
মুক্তসঙ্গপ্রসঙ্গোঽয়ং দণ্ডপাণিরসাধুষু ॥ ১৮ ॥

দেহিনাম্—সমস্ত দেহধারী জীবদের; **আত্ম-বৎ**—নিজের মতো; **প্রেষ্ঠঃ**—প্রিয় বলে মনে করে; **সুহৃদাম্**—তাঁর বন্ধুদের; **নন্দি-বর্ধনঃ**—আনন্দ বর্ধন করে; **মুক্ত-সঙ্গ**—সমস্ত জড় কলুষ-রহিত ব্যক্তিদের সঙ্গে; **প্রসঙ্গঃ**—ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত; **অয়ম্**—এই রাজা; **দণ্ড-পাণিঃ**—দণ্ডদানকারী হস্ত; **অসাধুষু**—অপরাধীদের।

অনুবাদ

রাজা সমস্ত দেহধারী জীবদের আত্মতুল্য প্রিয় বলে মনে করবেন, এবং তিনি সর্বদা সুহৃৎদের আনন্দ বর্ধন করবেন। তিনি মুক্ত পুরুষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সঙ্গ করবেন, এবং অসাধু ব্যক্তিদের তিনি কঠোরভাবে দণ্ডদান করবেন।

তাৎপর্য

দেহিনাম্ শব্দটির অর্থ হচ্ছে যারা দেহের সঙ্গে যুক্ত। জীব বিভিন্ন যোনিতে দেহ ধারণ করে, যার সংখ্যা হচ্ছে চুরাশি লক্ষ। পৃথু মহারাজ সমস্ত প্রাণীদেরই

আত্মতুল্য মনে করতেন। এই যুগে কিন্তু তথাকথিত সমস্ত রাজা এবং রাষ্ট্রপতিরা অন্যান্য জীবদের আত্মতুল্য মনে করেন না। তাদের অধিকাংশই মাংসাহারী, আর তারা যদি মাংসাশী নাও হয় এবং নিজেদের অত্যন্ত ধার্মিক ও পুণ্যবান বলে প্রচার করার চেষ্টা করে, তবুও তারা তাদের রাজ্যে গো-হত্যা অনুমোদন করে। এই প্রকার পাপিষ্ঠ রাষ্ট্রপ্রধানেরা কখনই জনপ্রিয় হতে পারে না। এই শ্লোকে আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ হচ্ছে *মুক্ত-সঙ্গ-প্রসঙ্গঃ*, অর্থাৎ, রাজা সর্বদা মুক্ত পুরুষদের সঙ্গ করতেন।

শ্লোক ১৯

অয়ং তু সাক্ষাদ্ভগবাংস্ত্র্যধীশঃ
কূটস্থ আত্মা কলয়াবতীর্ণঃ ।
যস্মিন্নবিদ্যারচিতং নিরর্থকং
পশ্যন্তি নানাত্বমপি প্রতীতম্ ॥ ১৯ ॥

অয়ম্—এই রাজা; **তু**—তখন; **সাক্ষাৎ**—সাক্ষাৎ; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **ত্রি-অধীশঃ**—ত্রিলোকের অধীশ্বর; **কূট-স্থঃ**—নির্বিকার; **আত্মা**—পরমাত্মা; **কলয়া**—অংশের দ্বারা; **অবতীর্ণঃ**—অবতরণ করেছেন; **যস্মিন্**—যার মধ্যে; **অবিদ্যা-রচিতম্**—অবিদ্যার দ্বারা সৃষ্ট; **নিরর্থকম্**—অর্থহীন; **পশ্যন্তি**—দর্শন করে; **নানাত্বম্**—জড় বৈচিত্র্য; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **প্রতীতম্**—বোঝা যায়।

অনুবাদ

এই রাজা ত্রিভুবনের অধীশ্বর, এবং তিনি সাক্ষাৎ ভগবানের শক্তিতে আবিষ্ট। তিনি নির্বিকার এবং ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার। মুক্ত ও পূর্ণপ্রজ্ঞ হওয়ার ফলে, তিনি সমস্ত জড় বৈচিত্র্যকে অর্থহীন বলে মনে করেন, কারণ সেগুলি মূলত অবিদ্যার দ্বারা রচিত।

তাৎপর্য

এই প্রার্থনার দ্বারা বন্দীরা পৃথু মহারাজের দিব্য গুণাবলীর বর্ণনা করেছেন। এই সমস্ত গুণের সারাংশ *সাক্ষাদ্ ভগবান্* শব্দ দুটিতে ব্যক্ত হয়েছে। তা ইঙ্গিত করে যে, পৃথু মহারাজ হচ্ছেন সাক্ষাৎ ভগবান এবং তাই তিনি অন্তহীন সদ্‌গুণের অধিকারি। ভগবানের অবতার হওয়ার ফলে, এই সমস্ত সদ্‌গুণে কেউ তাঁর সমকক্ষ ছিল না। পরমেশ্বর ভগবান ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ, এবং পৃথু মহারাজও এমনভাবে ভগবানের

শক্তিতে আবিষ্ট হয়েছিলেন যে, তিনি পূর্ণমাত্রায় ভগবানের এই ছয়টি ঐশ্বর্য প্রদর্শন করতে পারতেন।

কূট-স্থ শব্দটিও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, যার অর্থ হচ্ছে 'পরিবর্তন-রহিত'। দুই প্রকার জীব রয়েছে—নিত্যমুক্ত এবং নিত্যবদ্ধ। নিত্যমুক্ত জীব কখনই ভুলে যান না যে, তিনি হচ্ছেন ভগবানের নিত্যদাস। যিনি তাঁর সেই পদের কথা কখনও বিস্মৃত হন না এবং যিনি জানেন যে, তিনি হচ্ছেন ভগবানের বিভিন্ন অংশ, তিনি নিত্যমুক্ত। এই প্রকার নিত্যমুক্ত জীবেরা পরমাত্মার বিস্তাররূপে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করেন। *বেদে* বলা হয়েছে *নিত্যো নিত্যানাম্*। তাই নিত্যমুক্ত জীবেরা জানেন যে, তিনি হচ্ছেন পরম নিত্য শাশ্বত পরমেশ্বর ভগবানের অংশ। সেই অবস্থায় তিনি জড় জগৎকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেন। নিত্যবদ্ধ জীবের দৃষ্টিতে জড় বৈচিত্র্য পরস্পর থেকে ভিন্ন। এই সূত্রে আমাদের মনে রাখা উচিত যে, বদ্ধ জীবের শরীর একটি পোশাকের মতো। মানুষ বিভিন্ন রকম পোশাক পরতে পারে, কিন্তু যথার্থ জ্ঞানী ব্যক্তি পোশাকের খুব একটা গুরুত্ব দেন না। *ভগবদ্গীতায়* (৫/১৮) উল্লেখ করা হয়েছে—

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব স্বপাকে চ পণ্ডিতা সমদর্শিনঃ ॥

"বিদ্যা ও বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গাভী, হস্তী, কুকুর এবং চণ্ডাল, এদের সকলের প্রতি যথার্থ জ্ঞানী সমদর্শী হন।"

তাই জ্ঞানী ব্যক্তি জীবের বহিরাবরণ-স্বরূপ দেহটিকে দর্শন করেন না, পক্ষান্তরে বিভিন্ন প্রকার দেহের অভ্যন্তরে যে শুদ্ধ আত্মা রয়েছে, তাকে দর্শন করেন, এবং তিনি খুব ভালভাবে জানেন যে, বিভিন্ন প্রকার দেহগুলি প্রকৃতপক্ষে অবিদ্যা-রচিত। ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার হওয়ার ফলে, পৃথু মহারাজ তাঁর চিন্ময় স্থিতির পরিবর্তন করেননি, এবং তার ফলে তাঁর পক্ষে জড় জগৎকে বাস্তব বলে মনে করার কোন সম্ভাবনা থাকে না।

শ্লোক ২০

অয়ং ভুবো মণ্ডলমোদয়াদ্রে-
র্গোপ্তৈকবীরো নরদেবনাথঃ।
আস্থায় জৈত্রং রথমাত্তচাপঃ
পর্যস্যতে দক্ষিণতো যথার্কঃ ॥ ২০ ॥

অয়ম্—এই রাজা; **ভুবঃ**—পৃথিবী; **মণ্ডলম্**—গোলক; **আ-উদয়-অদ্রেঃ**—উদয়াচল থেকে, যেখানে প্রথম সূর্যোদয় হয়; **গোপ্তা**—রক্ষা করবেন; **এক**—অদ্বিতীয়ভাবে; **বীরঃ**—শক্তিশালী; **নর-দেব**—সমস্ত রাজাদের, মানব সমাজের দেবতাদের; **নাথঃ**—প্রভু; **আস্থায়**—অবস্থিত হয়ে; **জৈত্রম্**—বিজয়ী; **রথম্**—তাঁর রথ; **আত্ত-চাপঃ**—ধনুক ধারণ করে; **পর্যস্যতে**—প্রদক্ষিণ করবেন; **দক্ষিণতঃ**—দক্ষিণ দিক থেকে; **যথা**—যেমন; **অর্কঃ**—সূর্য।

অনুবাদ

অদ্বিতীয় পরাক্রমশালী এই বীর রাজার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী থাকবে না। তিনি তাঁর হাতে ধনুক ধারণ করে, তাঁর বিজয়ী রথে চড়ে সূর্যের মতো ভূমণ্ডল প্রদক্ষিণ করবেন, এবং তিনি উদয়াচল পর্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ড শাসন করবেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *যথার্কঃ* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, সূর্য এক স্থানে স্থির থাকে না, পক্ষান্তরে তা তার কক্ষপথে ভ্রমণ করছে, যা পরমেশ্বর ভগবান নির্ধারণ করেছেন। সেই কথা *ব্রহ্মসংহিতা* এবং *শ্রীমদ্ভাগবতের* অন্যান্য অংশেও প্রতিপন্ন হয়েছে। *শ্রীমদ্ভাগবতের* পঞ্চম স্কন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সূর্য প্রতি সেকেণ্ডে ষোল হাজার মাইল বেগে তার কক্ষপথে ঘুরছে। তেমনই, *ব্রহ্মসংহিতায়* বলা হয়েছে, *যস্যাজ্ঞয়া ভ্রমতি সম্ভৃত-কাল-চক্রঃ*—ভগবানের নির্দেশে সূর্য তাঁর কক্ষপথে ভ্রমণ করছে। অর্থাৎ সূর্য এক স্থানে স্থির থাকে না। পৃথু মহারাজ সম্বন্ধে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাঁর শাসন-ক্ষমতা সারা পৃথিবী জুড়ে বিস্তৃত হবে । যেখান থেকে প্রথম সূর্যোদয় দেখা যায় সেই হিমালয় পর্বতকে বলা হয় *উদয়াচল* বা *উদয়াদ্রি* । এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পৃথু মহারাজের রাজ্য হিমালয় পর্বত থেকে সমুদ্র এবং মহাসাগরের তট পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। অর্থাৎ সারা পৃথিবী জুড়ে তাঁর রাজ্য বিস্তৃত হবে।

এই শ্লোকে আর একটি মহত্ত্বপূর্ণ শব্দ হচ্ছে *নরদেব* । পূর্ববর্তী শ্লোকগুলিতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, একজন যোগ্য রাজা, তা তিনি মহারাজ পৃথুই হোন অথবা অন্য যে-কেউ হোন, যিনি আদর্শ রাজারূপে রাজ্যশাসন করেন, তাঁকে নররূপী ভগবান বলে মনে করতে হবে। বৈদিক সংস্কৃতিতে রাজাকে ভগবানের মতো শ্রদ্ধা করা হয়, কারণ তিনি হচ্ছেন নারায়ণের প্রতিনিধি, এবং তিনি তাঁর প্রজাদের রক্ষাও করেন। তাই তিনি হচ্ছেন *নাথ* বা অধীশ্বর। সনাতন গোস্বামীও নবাব

হুসেন শাহকে নরদেবরূপে সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন, যদিও নবাব ছিল মুসলমান। রাজা অথবা রাষ্ট্রপ্রধানের রাজ্যশাসনে এতই দক্ষ হওয়া উচিত যে, প্রজারা যাতে তাঁদের নররূপী ভগবানের মতো পূজা করে। সেটিই হচ্ছে রাষ্ট্রপ্রধানের সিদ্ধ অবস্থা।

শ্লোক ২১

অস্মৈ নৃপালাঃ কিল তত্র তত্র
বলিং হরিষ্যন্তি সলোকপালাঃ ।
মংস্যন্ত এষাং স্ত্রিয় আদিরাজং
চক্রায়ুধং তদ্‌যশ উদ্ধরন্ত্যঃ ॥ ২১ ॥

অস্মৈঃ—তাঁকে; **নৃ-পালাঃ**—সমস্ত রাজারা; **কিল**—নিশ্চিতভাবে; **তত্র তত্র**—যে যে স্থানে; **বলিম্**—উপহার; **হরিষ্যন্তি**—প্রদান করবেন; **স**—সহ; **লোক-পালাঃ**—দেবতা; **মংস্যন্তে**—বিবেচনা করবেন; **এষাম্**—এই সমস্ত রাজাদের; **স্ত্রিয়ঃ**—পত্নীগণ; **আদি-রাজম্**—প্রথম রাজা; **চক্র-আয়ুধম্**—চক্ররূপ অস্ত্র-ধারণকারী; **তৎ**—তাঁর; **যশঃ**—খ্যাতি; **উদ্ধরন্ত্যঃ**—ধারণ করে।

অনুবাদ

যখন এই রাজা সারা পৃথিবী ভ্রমণ করবেন, তখন অন্য সমস্ত রাজারা এবং দেবতারা তাঁকে নানা প্রকার উপহার প্রদান করবেন। তাঁদের মহিষীরাও তাঁকে হস্তে চক্র এবং গদাচিহ্নধারী আদি রাজা বলে বিবেচনা করে তাঁর যশ গান করবেন, কারণ তিনি পরমেশ্বর ভগবানের মতো যশস্বী হবেন।

তাৎপর্য

পৃথু মহারাজের যশ সম্বন্ধে বলা যায় যে, তিনি ইতিমধ্যেই পরমেশ্বর ভগবানের অবতার বলে পরিচিত হয়েছিলেন। *আদি-রাজম্* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'প্রথম রাজা।' প্রকৃত আদিরাজ হচ্ছেন নারায়ণ বা শ্রীবিষ্ণু। মানুষ জানে না যে, আদি রাজা বা নারায়ণ সমস্ত জীবেদের রক্ষা করেন। সেই কথা প্রতিপন্ন করে *বেদে* বলা হয়েছে—*একো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্* (*কঠোপনিষদ* ২/২/১৩)। প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জীবেদের পালন করেন। রাজা বা *নরদেব* হচ্ছেন তাঁর প্রতিনিধি। তাই রাজার কর্তব্য হচ্ছে সমস্ত জীবের পালনের জন্য ধনসম্পদের

বিতরণ স্বয়ং পর্যবেক্ষণ করা। তিনি যদি তা করেন, তা হলে তিনি নারায়ণের মতো যশস্বী হবেন। যে-কথা এই শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে *(তদ্-যশঃ)*, পৃথু মহারাজ ভগবানের মতো যশস্বী হয়েছিলেন, কারণ তিনি সেভাবেই সারা পৃথিবী শাসন করেছিলেন।

শ্লোক ২২

অয়ং মহীং গাং দুদুহেঽধিরাজঃ
প্রজাপতির্বৃত্তিকরঃ প্রজানাম্ ।
যো লীলয়াদ্রীন্ স্বশরাসকোট্যা
ভিন্দন্ সমাং গামকরোদ্যথেন্দ্রঃ ॥ ২২ ॥

অয়ম্—এই রাজা; **মহীম্**—পৃথিবী; **গাম্**—গাভীরূপে; **দুদুহে**—দোহন করবেন; **অধিরাজঃ**—অসাধারণ রাজা; **প্রজা-পতিঃ**—মনুষ্যদের জনক; **বৃত্তি-করঃ**—জীবনের সুবিধা প্রদান করে; **প্রজানাম্**—প্রজাদের; **যঃ**—যিনি; **লীলয়া**—অনায়াসে; **অদ্রীন্**—পর্বত; **স্ব-শরাস**—তাঁর ধনুকের; **কোট্যা**—তীক্ষ্ণ অগ্রভাগের দ্বারা; **ভিন্দন্**—বিদীর্ণ করে; **সমাম্**—সমতল; **গাম্**—পৃথিবী; **অকরোৎ**—করবেন; **যথা**—যেমন; **ইন্দ্রঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র।

অনুবাদ

প্রজাবৎসল এই অসাধারণ রাজা প্রজাপতিদের মতো প্রজা পালন করবেন। প্রজাদের জীবিকা সম্পাদনের জন্য তিনি গোস্বরূপা এই পৃথিবীকে দোহন করবেন। কেবল তাই নয়, দেবরাজ ইন্দ্র যেমন তাঁর শক্তিশালী বজ্রের দ্বারা পর্বত বিদীর্ণ করেন, তেমনই তিনি তাঁর ধনুকের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগের দ্বারা গিরিপর্বত চূর্ণ করে পৃথিবীর পৃষ্ঠ সমতল করবেন।

শ্লোক ২৩

বিস্ফূর্জয়ন্নাজগবং ধনুঃ স্বয়ং
যদাচরৎক্ষ্মামবিষহ্যমাজৌ ।
তদা নিলিল্যুর্দিশি দিশ্যসন্তো
লাঙ্গূলমুদ্যম্য যথা মৃগেন্দ্রঃ ॥ ২৩ ॥

বিস্ফূর্জয়ন্—স্পন্দিত করে; **আজ-গবম্**—মেষ এবং বৃষের শৃঙ্গনির্মিত; **ধনুঃ**—ধনুক; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **যদা**—যখন; **অচরৎ**—বিচরণ করবেন; **ক্ষ্মাম্**—পৃথিবীর উপর; **অবিষহ্যম্**—অপ্রতিহত; **আজৌ**—যুদ্ধে; **তদা**—তখন; **নিলিল্যুঃ**—লুকাবে; **দিশি দিশি**—সর্বদিকে; **অসন্তঃ**—আসুরিক মানুষেরা; **লাঙ্গূলম্**—পুচ্ছ; **উদ্যম্য**—উন্নত করে; **যথা**—যেমন; **মৃগেন্দ্রঃ**—সিংহ।

অনুবাদ

সিংহ যখন তার পুচ্ছ উন্নত করে বনে বিচরণ করে, তখন অন্য সমস্ত অধম পশুরা লুকিয়ে পড়ে। তেমনই, পৃথু মহারাজ যখন তাঁর মেষ ও বৃষের শৃঙ্গনির্মিত এবং যুদ্ধে অপ্রতিহত ধনুকে টঙ্কার দিয়ে তাঁর রাজ্যে বিচরণ করবেন, তখন সমস্ত আসুরিক-ভাবাপন্ন দুর্বৃত্ত ও দস্যুরা চতুর্দিকে পলায়ন করে লুক্কায়িত হবে।

তাৎপর্য

পৃথু মহারাজের মতো শক্তিশালী রাজাকে সিংহের সঙ্গে তুলনা করা অত্যন্ত উপযুক্ত। ভারতবর্ষে ক্ষত্রিয় রাজাদের এখনও বলা হয় সিংহ। রাজ্যে দস্যু, তস্কর এবং আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষেরা যদি কঠোর হস্তে রাজ্যশাসনকারী রাষ্ট্রপ্রধানকে ভয় না করে, তা হলে রাজ্যে শান্তি ও সমৃদ্ধি আসতে পারে না। তাই সিংহসদৃশ রাজার পরিবর্তে যদি কোন মহিলা রাজ্যের প্রশাসনিক অধ্যক্ষ হন, তা সবচাইতে দুঃখের বিষয় হয়। এই পরিস্থিতি মানুষের পক্ষে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক বলে বুঝতে হবে।

শ্লোক ২৪

এষোঽশ্বমেধাঞ্ শতমাজহার
সরস্বতী প্রাদুরভাবি যত্র ।
অহার্ষীদ্যস্য হয়ং পুরন্দরঃ
শতক্রতুশ্চরমে বর্তমানে ॥ ২৪ ॥

এষঃ—এই রাজা; **অশ্বমেধান্**—অশ্বমেধ যজ্ঞ; **শতম্**—একশত; **আজহার**—অনুষ্ঠান করবেন; **সরস্বতী**—সরস্বতী নদী; **প্রাদুরভাবি**—প্রকট হয়েছে; **যত্র**—যেখানে; **অহার্ষীৎ**—হরণ করবে; **যস্য**—যার; **হয়ম্**—ঘোড়া; **পুরন্দরঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র; **শতক্রতুঃ**—যিনি এক শত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছেন; **চরমে**—অন্তিম যজ্ঞে; **বর্তমানে**—অনুষ্ঠান কালে।

অনুবাদ

সরস্বতী নদীর উৎসস্থলে এই রাজা একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করবেন। শেষ যজ্ঞটি অনুষ্ঠানের সময় দেবরাজ ইন্দ্র যজ্ঞের অশ্ব অপহরণ করবেন।

শ্লোক ২৫

এষ স্বসদ্মোপবনে সমেত্য
সনৎকুমারং ভগবন্তমেকম্ ।
আরাধ্য ভক্ত্যালভতামলং তজ্
জ্ঞানং যতো ব্রহ্ম পরং বিদন্তি ॥ ২৫ ॥

এষঃ—এই রাজা; **স্ব-সদ্ম**—তাঁর প্রাসাদের; **উপবনে**—উদ্যানে; **সমেত্য**—সাক্ষাৎ করে; **সনৎ-কুমারম্**—সনৎকুমার; **ভগবন্তম্**—পূজনীয়; **একম্**—একাকী; **আরাধ্য**—আরাধনা করে; **ভক্ত্যা**—ভক্তিসহকারে; **অলভত**—লাভ করবেন; **অমলম্**—নিষ্কলুষ; **তৎ**—সেই; **জ্ঞানম্**—দিব্য জ্ঞান; **যতঃ**—যার দ্বারা; **ব্রহ্ম**—আত্মা; **পরম্**—পরম, চিন্ময়; **বিদন্তি**—উপভোগ করেন, জানেন।

অনুবাদ

পৃথু মহারাজ তাঁর প্রাসাদ সংলগ্ন উপবনে চতুঃসনদের অন্যতম সনৎকুমারের সঙ্গ লাভ করবেন। রাজা ভক্তিসহকারে তাঁর আরাধনা করবেন এবং যে জ্ঞানের দ্বারা পরম আনন্দ লাভ করা যায়, সেই দিব্য জ্ঞান প্রাপ্ত হবেন।

তাৎপর্য

বিদন্তি শব্দটির অর্থ হচ্ছে, যিনি কিছু জানেন অথবা আনন্দ উপভোগ করেন। কেউ যখন যথাযথভাবে সদ্‌গুরুর উপদেশ প্রাপ্ত হন এবং দিব্য আনন্দ সম্বন্ধে অবগত হন, তখন তিনি তাঁর জীবন উপভোগ করেন। *ভগবদ্‌গীতায়* (১৮/৫৪) উল্লেখ করা হয়েছে যে, *ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি* । কেউ যখন ব্রহ্মভূত স্তর প্রাপ্ত হন, তখন তিনি কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা করেন না অথবা কোন কিছুর জন্য শোক করেন না। তিনি তখন প্রকৃতপক্ষে দিব্য আনন্দ উপভোগ করেন। পৃথু মহারাজ যদিও ছিলেন ভগবানের অবতার, তবুও তিনি তাঁর প্রজাদের শিক্ষা দিয়েছিলেন, কিভাবে সম্প্রদায়ভুক্ত সদ্‌গুরুর কাছ থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে হয়। এইভাবে মানুষ যথার্থ সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেন এবং এই জড় জগতে

অবস্থান কালেও আনন্দময় জীবন উপভোগ করতে পারেন। এই শ্লোকে *বিদন্তি* শব্দটি 'হৃদয়ঙ্গম করা' অর্থেও কখনও কখনও ব্যবহৃত হয়। এইভাবে কেউ যখন ব্রহ্মকে বা সব কিছুর পরম উৎসকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, তখন তিনি আনন্দময় জীবন উপভোগ করেন।

শ্লোক ২৬

তত্র তত্র গিরস্তাস্তা ইতি বিশ্রুতবিক্রমঃ ।
শ্রোষ্যত্যাত্মাশ্রিতা গাথাঃ পৃথুঃ পৃথুপরাক্রমঃ ॥ ২৬ ॥

তত্র তত্র—সর্বত্র; **গিরঃ**—বাণী; **তাঃ তাঃ**—বহু, বিবিধ; **ইতি**—এইভাবে; **বিশ্রুত-বিক্রমঃ**—যাঁর বীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপের খ্যাতি বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে; **শ্রোষ্যতি**—শ্রবণ করবে; **আত্ম-আশ্রিতাঃ**—নিজের বিষয়ে; **গাথাঃ**—গান, আখ্যান; **পৃথুঃ**—পৃথু মহারাজ; **পৃথু-পরাক্রমঃ**—মহা শক্তিশালী।

অনুবাদ

এইভাবে যখন মহারাজ পৃথুর বীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপ জনসাধারণে বিদিত হবে, তখন পৃথু মহারাজ তাঁর অদ্বিতীয় পরাক্রমশালী কার্যকলাপের বর্ণনা নিজেও সর্বদা শুনতে পাবেন।

তাৎপর্য

কৃত্রিমভাবে নিজের বিষয়ে প্রচার করে তথাকথিত খ্যাতি অর্জন করা এক প্রকার প্রতারণা। পৃথু মহারাজ মানুষের কাছে বিখ্যাত হয়েছিলেন তাঁর বীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপের ফলে। তাঁকে কৃত্রিমভাবে নিজের সম্বন্ধে প্রচার করতে হয়নি। মানুষের বাস্তবিক খ্যাতি কখনও গোপন থাকে না।

শ্লোক ২৭

দিশো বিজিত্যাপ্রতিরুদ্ধচক্রঃ
স্বতেজসোৎপাটিতলোকশল্যঃ ।
সুরাসুরেন্দ্রৈরুপগীয়মান-
মহানুভাবো ভবিতা পতির্ভুবঃ ॥ ২৭ ॥

দিশঃ—সর্বদিক; **বিজিত্য**—জয় করে; **অপ্রতিরুদ্ধ**—অপ্রতিহত; **চক্রঃ**—তাঁর প্রভাব বা শক্তি; **স্ব-তেজসা**—তাঁর শক্তির দ্বারা; **উৎপাটিত**—মূল সহ উচ্ছেদ; **লোক-শল্যঃ**—প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশা; **সুর**—দেবতাদের; **অসুর**—অসুরদের; **ইন্দ্রৈঃ**—প্রধানদের দ্বারা; **উপগীয়মান**—প্রশংসিত হয়ে; **মহা-অনুভাবঃ**—মহাত্মা; **ভবিতা**—হবেন; **পতিঃ**—অধীশ্বর; **ভুবঃ**—পৃথিবীর।

অনুবাদ

কেউই পৃথু মহারাজের আদেশ অমান্য করতে পারবে না। সারা পৃথিবী জয় করে তিনি প্রজাদের ত্রিতাপ দুঃখ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করবেন। তখন তাঁর খ্যাতি সারা পৃথিবী জুড়ে বিস্তৃত হবে, এবং সুর ও অসুরেরা সকলেই তাঁর উদার কার্যকলাপের মহিমা কীর্তন করবে।

তাৎপর্য

পৃথু মহারাজের সময় একজন সম্রাট সারা পৃথিবী শাসন করতেন, যদিও বহু অধীনস্থ রাজ্য ছিল। ঠিক যেমন পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে সংযুক্ত রাষ্ট্র রয়েছে, পুরাকালেও বহু রাষ্ট্রের মাধ্যমে পৃথিবী শাসিত হত, কিন্তু একজন পরম সম্রাট ছিলেন, যিনি সমস্ত অধীনস্থ রাজ্যগুলির উপর শাসন করতেন। যখনই কোন অধীনস্থ রাজ্যে বর্ণাশ্রম ধর্ম পালনে কোন রকম ত্রুটি হত, তৎক্ষণাৎ সম্রাট সেই অধীন রাজ্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করতেন।

উৎপাটিত-লোক-শল্যঃ শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, পৃথু মহারাজ তাঁর নাগরিকদের সমস্ত দুঃখকষ্ট সমূলে উৎপাটিত করেছিলেন। *শল্য* শব্দটির অর্থ হচ্ছে কাঁটা। অনেক রকম কাঁটা রয়েছে, যা রাজ্যের প্রজাদের বিদ্ধ করে বেদনা দেয়, কিন্তু যুধিষ্ঠির মহারাজ পর্যন্ত সমস্ত সুদক্ষ শাসকেরা প্রজাদের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা সমূলে উৎপাটিত করেছিলেন। বলা হয় যে, যুধিষ্ঠির মহারাজের রাজত্বকালে প্রচণ্ড শীত অথবা প্রখর তাপও ছিল না, এবং প্রজারা কোন রকম মানসিক কষ্টভোগ করত না। এটি হচ্ছে সুশাসন ব্যবস্থার লক্ষণ। পৃথু মহারাজ এই প্রকার শান্তি ও সমৃদ্ধিশালী এবং দুশ্চিন্তামুক্ত রাষ্ট্র-সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার ফলে সুর এবং অসুর সকলেই তাঁর কার্যকলাপের মহিমা কীর্তন করেছিল। যে-সমস্ত ব্যক্তি অথবা রাষ্ট্র সারা পৃথিবী জুড়ে তাঁদের প্রভাব বিস্তার করতে চান, তাঁরা যেন এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে বিবেচনা করেন। কেউ যদি সম্পূর্ণরূপে প্রজাদের ত্রিতাপ

দুঃখ দূর করতে পারেন, তা হলেই কেবল সারা পৃথিবী শাসন করার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করা উচিত। কোন রকম কূটনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে রাজ্যশাসন করার আকাঙ্ক্ষা করা উচিত নয়।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের 'বন্দীদের দ্বারা পৃথু মহারাজের স্তুতি' নামক ষোড়শ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।